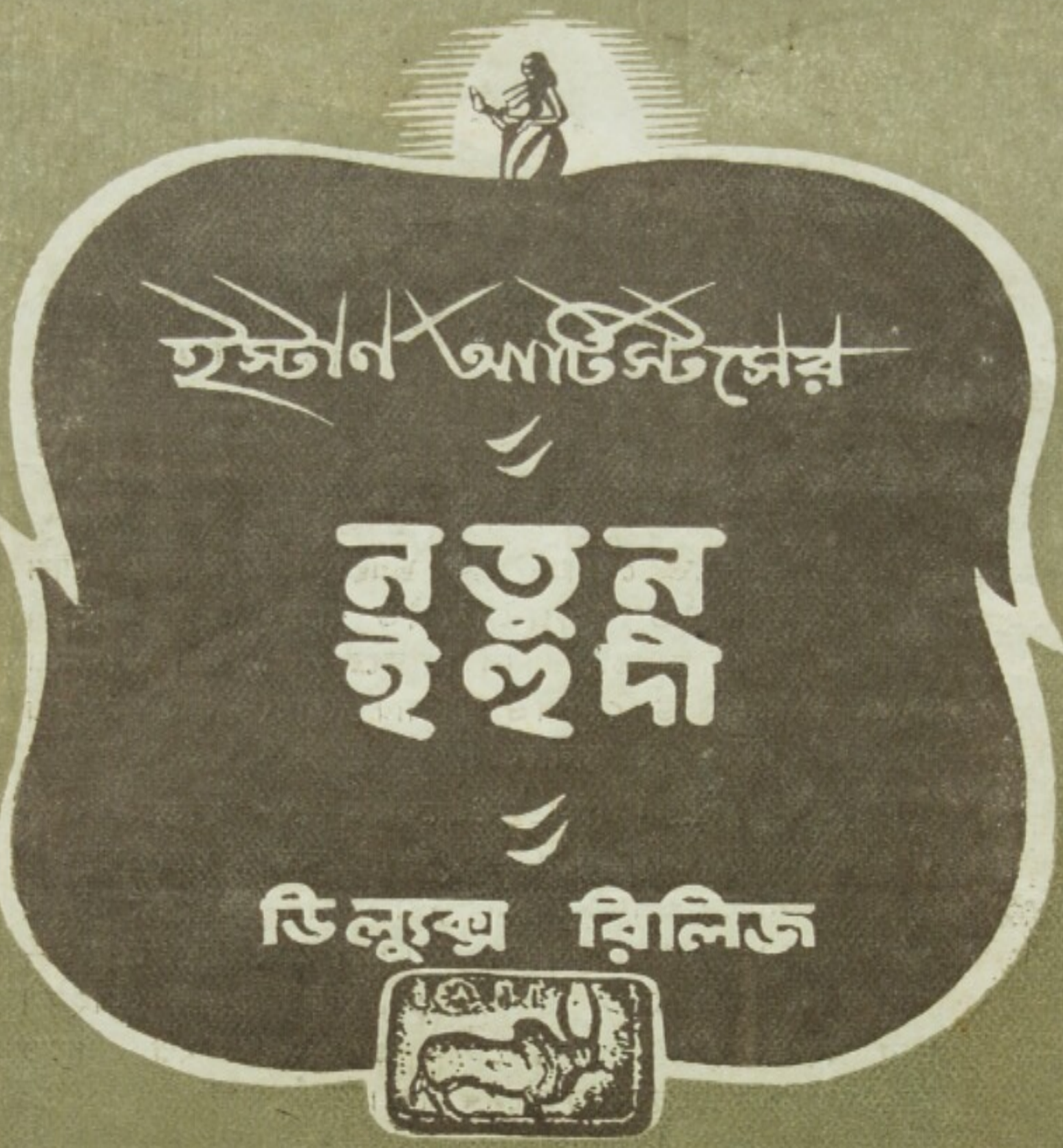

ইস্টার্ন আর্টিস্টসের

নতুন ইহুদী

ডিলুক্স রিলিজ

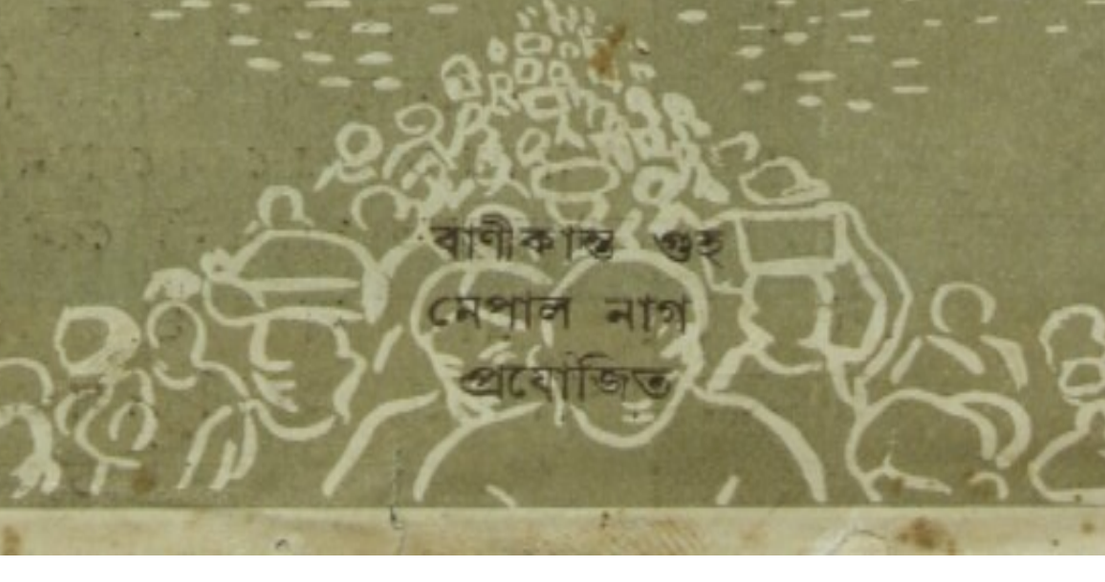

বাণীকান্ত গুহ
নেপাল নাগ
প্রযোজিত

16-4-53

ইহুদী বলতে বোঝায় এক ছন্নছাড়া জীব যেন, দেশ বা মাতৃভূমি বলতে সূচ্যগ্র মেদিনীও যাদের নেই জগতের কোথাও। জগতে তাদের বিশ্বাস করে না কেউ। আপনার বলতে নেই কেউ কোথাও দুর্দশায় সাহায্য করতে নাহলে সামান্যতম সহানুভূতি জানাতে।

পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য পণ্ডিত মনোমোহন দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন যখন দেশের স্কুলে সংস্কৃত পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। দু মাসের মাইনে ও ভিটে বিক্রি করা টাকা নিয়ে তিনি এলেন কলকাতায়। সঙ্গে স্ত্রী, অনূঢ়া কন্যা পরী এবং দুই ছেলে— আধপাগল মেজ ছেলে দুইখ্যা ও ছোট কিশোর মোহন। তাঁর বড় ছেলে ইংরেজের জেলে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে পচে মরেছে আজ অনেকদিন।

কলকাতায় পৌঁছে দু দিনেই পুঁজি ফুরিয়ে গেল পরিবারের। অনাহারে অবশ দেহ নিয়ে পণ্ডিতমশাই দিনরাত ফিরতে লাগলেন চাকরির চেষ্টায় ... অবস্থাতেও প্রবৃত্তি হল না তাঁর বড় ছেলেকে ভাঙিয়ে 'শহীদ পরিবার' বলে সরকারের কাছে ভিক্ষে চাইবার। গ্রহণ করতে পারল না কেউ দুইখ্যার অসৎ উপায় অর্জিত অর্থ। সে-অর্থের প্রতিটি পাই জমাতে লাগল দুইখ্যা বোনের বিয়ের জন্য। ধর্মঘট-হওয়া এক কারখানায় চাকরি পেল মোহন কিন্তু তীব্র অনাহারের মধ্যেও গ্রহণ করতে পারল না সেই কাজ যখন শ্রমিককর্মী মহেন্দ্র তার মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদর্শের কথা উল্লেখ করল তার কাছে। মহাজনের মাল ফিরি করতে লাগল সে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে লাগল ছিন্নবস্ত্রা পরী শিকারীদের লুব্ধদৃষ্টি থেকে। মায়ের সঙ্গে দিন কাটতে লাগল তার অনাহারে থেকে বাপ ভাইদের অর্ধাহার এগিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

পরিশ্রম ও অনাহারে তাঁর বয়সে যা একমাত্র স্বাভাবিক সেই কঠিন অসুখেই পড়লেন পণ্ডিতমশাই। অনাহারেই যাদের রোগের সৃষ্টি ওষুধপথ্যি আসবে তাদের কোথা থেকে? চোরের উপর বাটপাড়ি হল দুইখ্যার উপর, আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় বেসামাল হয়ে ট্রামের তলায় গিয়ে পড়ল সে। কাটা গেল পা, সংশয় উপস্থিত হ'ল প্রাণ নিয়ে।

পণ্ডিতমশাই ও দুইখ্যাকে বাঁচাতে দরকার অর্থের। সে অর্থের পরিমাণ কত তা বুঝি জানা নেই মায়ের! স্বামী পুত্রের কল্যাণে হাতের সোনা বাঁধানো নোয়া তাই খুলে দিলেন তিনি। বাপ ভাইকে বাঁচাতে মোহন বেচে দিতে গেল মহাজনের মাল।

আর পরী? মরণাপন্ন বাপ ভাইকে বাঁচাবার সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত করবারও উপায় নেই তার। পেটে বিদ্যে নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই, শরীরে সামর্থ্য নেই কারো সামান্যতম সাহায্যে আসবার। অসহায় উদ্বিগ্না কিশোরীর বুঝি শুধু আন্তরিক ইচ্ছেটুকুই ভরসা। আর, শুধু ইচ্ছে করলেই

চিত্রশিল্পী
রামানন্দ সেনগুপ্ত

শব্দযন্ত্রী
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দেশক
সুনীল সরকার

রূপবিন্যাসক
মনতোষ রায়

সেট নির্মাণ
মদন গুপ্ত
সুবোধ পাল

সম্পাদক
রতন চক্রবর্তী
অনিল পাল

সম্পাদক
সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী-পরিচালক
সুকুমার রায়

রসায়নাগার
ফিল্ম সার্ভিসেস লিঃ

প্রচার-সচিব
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

প্রচার-শিল্পী
মণীন্দ্র মিত্র
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থিরচিত্রগ্রাহী
স্টিল ফটো সার্ভিস লিঃ
যতীন সেন

টে ক নি শি য়া ন স্টু ডি ও তে আর - সি - এ শ ব্দ য ন্ত্রে গৃ হী ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইষ্টার্ণ রেলওয়েস, ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানী লিঃ, এ-টি মিত্র ইনষ্টিটিউশন, বাঘা যতীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ষ্টুডিও এভারেষ্ট ও উত্তর সারথী।

অভিনয়ে

আরও অনেকে

নাকি সে পারে বাপ ভাইকে বাঁচাতে, পরিবারের অভাব মেটাতে—তার দুর্বল অপটু, কিশোরী দেহের বিনিময়ে!

ছবির কাহিনী এখানে শেষ নয়। আবার ছবিতেও শেষ নয় নতুন ইহুদীদের জীবনের মর্মন্তুদ ইতিহাস। ছবিতে রয়েছে তাদের রিক্ত তিক্ত ব্যর্থ জীবনের কিছুটা পরিচয়, অব্যক্ত ব্যথা বেদনার কিছুটা আভাস।

কাহিনী ও পরিচালনা · সলিল সেন

সহকারীবৃন্দঃ পরিচালনায় বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও পীযুষ বসু চিত্রগ্রহণে দীনেন গুপ্ত ও জগমোহন মেহরোত্র। শব্দগ্রহণে মৃণাল গুহঠাকুরতা উপেন শীল ও নীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় তরুণ দত্ত শিল্পনির্দেশে অনিল পাল রূপবিন্যাসে বিনয় নন্দন ও পরেশ দাস ব্যবস্থাপনায় প্রসাদ শীল আলোক নিয়ন্ত্রণে প্রভাস ভট্টাচার্য, কেষ্টধন চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ফণী সরকার।

ভরত

দশদিক হইল ধূলায় অন্ধকার।
যাইল ভরত সৈন্য যমুনার পার॥
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক।
বায়ুবেগে চলে রথে না মানে আটক॥
যত হয় চিত্রকূট পর্বত নিকট।
তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট॥
চিত্রকূট পর্বত নিবাসী মুনিগণ।
শ্রীরামের সহ বাসে সদা হৃষ্ট মন॥
সৈন্য কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে।
'রক্ষা করো রামচন্দ্র' বলে উচ্চৈস্বরে॥

* * *

হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথ পর্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥
অপরাধ ক্ষমা করো, চলো প্রভু দেশ।
অযোধ্যাতে গিয়া প্রভু ঘুচাও মনক্লেশ॥

কৃত্তিবাস ওঝা

সঙ্গীত পরিচালনা
চিত্ত রায়

২

কইও না এমন কথা, না কহিও তুমি,
ছাইড়া যাইতে মন চলে না সোনার বাড়িজমি
শানে বান্ধা পুষ্করিণী কানায় কানায় জল,
পাইক্যা আছে শাইলের ধান্য সোনার ফসল।
তা দিয়া কুটিয়া খাইতাম শাইলা ধানের চিড়া
এই গ্রাম না ছাইড়ো ভাই রে, আমার
মাথার কিরা ॥

দ্বিজ কানাই

৩

(আহা) কাল রাত্তির শেষে চথার সুখ নিদ্রা
ভাঙ্গে
(আর)মনদুঃখে চখী কথা কহে চথার সঙ্গে ॥
(ও চথা রে)

আপনার ঘরে কেন হইনু পরবাসী।
আর কত কষ্ট সহি নিত্য উপবাসী ॥
(ও চথা রে)
মনে নাই, কত সহে এত অনাদর।
এ ভূমি ছাড়িয়া চল যাই দেশান্তর ॥ (ও চখারে)
চথা সে কহিল, চখী, প্রাণ চখী চখীরে
ঘরণী
কেমনে ছাড়িব আমি এ শ্যাম বনানী
(ও প্রাণ চখীরে)
সাতপুরুষের ভিটা আমার সাত পুরুষের
বাসা
এই মাটির বুকে মাণিক জ্বলে
আমার মনের আশা
এই তো আমার গোষ্ঠপ্রিয়া, সাধের বৃন্দাবন।
এইখানেতে জনম আমার এইখানে মরণ ॥

সলিল সেন

৪

বাঢ় চলো তুম বাঢ় চলো,
আওয়াজ আ রাহী হায়।
মজুদুর কিসাণো বাঢ় চলো,
ভাইয়ো গরীবো বাঢ় চলো,
সভাই জনতা বাঢ় চলো।
আওয়াজ আ রহী হায় ॥
প্রণ করো তুম প্রণ করো,
আওয়াজ আ রাহী হায়।
আপন মে হ্য লড়না, প্রণ কারো,
পরবস হ্য রাহনা, প্রণ করো,
ইজ্জৎ ন খোনা, প্রণ করো,
আওয়াজ আ রাহী হায় ॥

সুরেশ চৌধুরী

নিউ হাফটোন, ১নং ব্রিটিশ ই[illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত এবং ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
[illegible]লা ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশি[illegible]

চিত্রনাট্য পরিষদের

রিকসাওয়ালা

কাহিনী ও সুর
সলিল চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
সত্যেন বসু

ডি লুক্স
রিলিজ

চিত্রনাট্য
পরিষদ